বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের অভ্যুদয়, স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের মানুষের রাজপথে রক্তদানের ইতিহাস এবং ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ সকল ক্ষেত্রে যার প্রেরণা ও দিক নির্দেশনা ছিল তিনি বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের জাতির জনক। বাংলাদেশের সকল সংগ্রামে, আত্মদান এবং আত্মোৎসর্গে বঙ্গবন্ধুর নাম জড়িয়ে আছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর কারাগারে আটক থাকার পরও সেই বজ্রকণ্ঠ আমাদের জাগিয়েছিল যুদ্ধে, স্বাধীকার চেতনায়।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন, তখন বিশ্ববাসী তাঁকে গ্রহণ করেছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত, মুক্তিকামী, সংগ্রামী জনগণের নেতা হিসেবে। এই সময় থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এ দেশের উন্নয়নের জন্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন একের পর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ সব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের আগেই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর পুরো দেশকে উল্টোপথে ধাবিত করার ষড়যন্ত্র গ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে জীবিত রেখে এটি করা সম্ভব ছিল না বলেই তাঁকে হত্যা করা হয়। মুছে ফেলা হয় সংবিধানের মূল স্তম্ভ। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন করা হয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে।

এর পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর যাবতীয় জীবন-ইতিহাস-কর্ম-অর্জন সব কিছুই মুছে ফেলার চেষ্টা করে আসছে সেই কুচক্রীমহল। নানা ভাবে অসত্য রটনা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে খাটো করে দেখানোর একটি হীন চেষ্টা চলে আসছে। এসব ইতিহাস বিকৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে আজ। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

এই অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনকে সকলের সামনে তুলে ধরার এবং বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সংগ্রামের ফসল এই বাংলাদেশের মুক্তযুদ্ধজাত স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পুরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ২০০১ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে গঠন করা হয় যুগোপযোগী এই সংগঠন 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ'। এই পরিষদ মনে করে বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও সংগ্রামী জীবন থেকেই শিক্ষা নিয়ে গড়ে তোলা যায় আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, উন্নত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ।

এই পরিষদ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরবে। দেশগঠনে তাঁর চিন্তাধারা, স্বপ্ন, কর্মসূচি নিয়ে গবেষণা করা হবে। বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে তুলে ধরাই হবে এই পরিষদের মূল উদ্দেশ্য।

অনুচ্ছেদ ১ ঃ সংজ্ঞা

ক) পরিষদ : পরিষদ বলতে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ' কে বোঝাবে।

খ) গঠনতন্ত্র : গঠনতন্ত্র বলতে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ' এর গঠনতন্ত্রকে বোঝাবে।

গ) সদস্য : সদস্য বলতে অনুচ্ছেদ ৪এর ধারা-১ এ বর্ণিত সদস্য বোঝাবে।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ

ধারা-১ : **নাম:** সংগঠনের নাম হবে "বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ"।
ইংরেজিতে নাম হবে: Bangobandhu Shiksha O Gobeshona Parishad.

ধারা-২ : **লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম:**

ক. বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের স্বপ্ন বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে তাঁর জীবন এবং কর্মের উপর গবেষণা, গবেষণালবদ্ধ ফলাফল সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে এবং তাঁর জীবন ও কর্ম সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ লক্ষ্যে আর্কাইভসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

খ. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা. সেমিনার. সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

গ. মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বাঙালীর হাজার বছরের সংগ্রামের বিষয়ে যে কোনো প্রগতিশীল গবেষণা ও কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

ঘ. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত মূল ধারণাকে বাস্তবায়নে অবদান রাখা।

ঙ. শ্রমিক, কৃষক, নারী, শিশুসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চ. সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা করা।

ছ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জ. সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং জনগণের পছন্দমত ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা করা।

ঝ. তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষাঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও কর্মময় জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা।

ঞ. জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

ধারা-৩ : **পরিষদের বার্ষিক ও আশু কার্যক্রম**

জাতীয় সম্মেলন বা বার্ষিক/একাডেমিক সম্মেলন পরিষদের আশু কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। দুই সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি আশু কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

ধারা-৪ : **কার্যালয়:** পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকা মহনগরীতে অবস্থিত হবে

ধারা-৫ : **কর্মক্ষেত্র:** সমগ্র বাংলাদেশ এ **পরিষদের** কর্মক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ প্রতীক ও পতাকা

ধারা-১ : **প্রতীক:** পরিষদের প্রতীক হবে লাল বৃত্তের মাঝে বঙ্গবন্ধুর ছবি। বৃত্তটি বাংলাদেশের সবুজ বর্ণের মানচিত্রের ঠিক মাঝ বরাবর থাকবে। বৃত্তের উপরে অর্ধবৃত্তাকারে পরিষদের নাম থাকবে।

ধারা-২ : **পতাকা:** পরিষদের পতাকা হবে ডানের দুই-তৃতীয়াংশ সাদা এবং বামের এক-তৃতীয়াংশ লাল। পতাকার সাদা অংশের উপরিভাগের দক্ষিণ কোণে সমদূরত্ব সম্পন্ন চারটি লাল বর্ণের তারকা খচিত থাকবে। পতাকার আকারের অনুপাত ৫:৩।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ সদস্যপদ

ধারা-১ : এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ২ এর ২ ধারায় বর্ণিত পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করে নির্ধারিত ফরমে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর পূর্বক বার্ষিক ১০০/= টাকা চাঁদা প্রদান করে ১৮ বছর বা তদূর্ধ বয়স্ক বাংলাদেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকগণ সদস্য হতে পারবেন.

যারা-

ক) কমপক্ষে এস-এস-সি বা মেট্রিকুলেশন পাশ।

খ) যেকোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

গ) বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও ইত্যাদিতে কর্মরত বা অবসররত রয়েছেন।

ঘ) যাদেরকে সুশীল সমাজের সদস্য বলা যায়।

ধারা-২: পরিষদের সদস্য হতে ইচ্ছুক প্রার্থী কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সদস্যভুক্তি ফি ১০০/- টাকাসহ আবেদন করবেন। পরিষদের ইউনিয়ন কমিটি/উচ্চতর কমিটি আবেদনপত্র বিবেচনা করে সুপারিশ করবেন। এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

ধারা-৩ : কোন সদস্যের মৃত্যু হলে বা পদত্যাগ করলে কিংবা সদস্যপদ নবায়ন না করলে অথবা শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বহিস্কৃত হলে কিংবা আদালত থেকে সাজাপ্রাপ্ত হলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

ধারা-৪ : পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে শাখা সংগঠনের সদস্যভূক্ত হতে হবে। কোন সদস্য একই সময়ে একাধিক শাখার সদস্য হতে পারবেন না।

অনুচ্ছেদ ৫ ঃ সাংগঠনিক কাঠামো

ধারা-১ : পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

ক) জাতীয় পরিষদ

খ) উপদেষ্টা পরিষদ

গ) সভাপতিমণ্ডলী

ঘ) কেন্দ্রীয় কমিটি

ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটি

চ) স্টিয়ারিং কমিটি

ছ) বিভাগীয় কমিটি

জ) জেলা কমিটি / মহানগর কমিটি

ঝ) উপজেলা / পৌর / থানা কমিটি

ঞ) ইউনিয়ন কমিটি
ট) ওয়ার্ড / শাখা কমিটি

অনুচ্ছেদ ৬ ঃ জাতীয় পরিষদ

ধারা-১ : জাতীয় পরিষদ, অত্র পরিষদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্তর। প্রতি তিন বছর অন্তর জাতীয় পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণের ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় পরিষদের সম্মেলন সর্বাধিক ১১ মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে। এ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন, ভবিষ্যত কর্মসূচি গ্রহণ করা ও যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

ধারা-২ : কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তারিখ, স্থান, কর্মসূচি নির্ধারণ করার পর অন্যূন এক মাসের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সম্পাদক জাতীয় পরিষদের সম্মেলন আহ্বান করবেন।

ধারা-৩ কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য পদাধিকারবলে জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি হবেন। কেন্দীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা, উপজেলা শাখা হতে আনুপাতিক হারে জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি (কাউন্সিলর) নির্বাচিত হবেন।

ধারা-৪ : জাতীয় পরিষদের কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ:

ক) পূর্ববর্তী জাতীয় পরিষদের কার্যক্রম অনুমোদন।
খ) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উত্থাপিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদন।
গ) অর্থ সম্পাদক কর্তৃক উত্থাপিত সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।
ঘ) গঠনতন্ত্র সংশোধন (প্রয়োজনবোধে)।
ঙ) পরিষদের নীতিমালা ও কার্যক্রম নির্ধারণ ও বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ।
চ) কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন।

অনুচ্ছেদ ৭ ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ গঠন ও কার্যাবলী

ধারা-১ : সংগঠনের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৩ জন হবে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরিষদ গঠন করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য থাকবেন।

ধারা-২ : এই পরিষদ সংগঠনের চিন্তাকোষ বা থিংকট্যাংক হিসেবে কাজ করবে। পরিষদের আশু করণীয় সম্পর্কে এঁরা কার্যনির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা দেবে।

ধারা-৩ : সংগঠনের জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা ইউনিয়ন পর্যায়েও কেন্দ্রের অনুরূপ উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। তবে এসব ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা ১১ জন হবে।

ধারা-৪ : সভাপতি উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্য থেকে একজন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ ৮ ঃ সভাপতিমণ্ডলী ঃ গঠন ও কার্যাবলী

ধারা-১ : সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে।

ধারা-২ : দুই সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে সভাপতিমণ্ডলী পরিষদের নীতি নির্ধারণ করবেন।

ধারা-৩ : সংগঠনের যে-কোন সমস্যা সভাপতিমণ্ডলী সমাধান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৯ ঃ কেন্দ্রীয় কমিটি ঃ গঠন ও কার্যাবলী

ধারা-১ : জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে তিন বছরের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হবে।

ধারা-২ : কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ১২৫ জন। প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে

জাতীয় সম্মেলনের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ধারা-৩ : প্রতি বছর কমপক্ষে দুটি কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অবশ্যই আহ্বান করতে হবে।

ধারা-৪ : পদবিন্যাস : কেন্দ্রীয় কমিটির পদবিন্যাস হবে নিম্নরূপ:

১। সভাপতিমন্ডলী ঃ ২৫ জন

এরা হলেন:-

১) সভাপতি	১ জন
২) নির্বাহী সভাপতি	১ জন
৩-২৩) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	২১ জন
২৪) সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে)	১ জন
২৫) অর্থ সম্পাদক (পদাধিকারবলে)	১ জন

২। সম্পাদকম-লী ঃ ৬৮ জন

এরা হলেন:-

১) সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
২-৮) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	০৭ জন
৯-১৯) সাংগঠনিক সম্পাদক (১১ বিভাগের)	১১ জন
২০) অর্থ সম্পাদক	০১ জন
২১) সহ-অর্থ সম্পাদক	০১ জন
২২) দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
২৩) সহ-দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
২৪) পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২৫) সহ-পরিকল্পনা সম্পাদক	০১ জন
২৬) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২৭) সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২৮) বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক	০১ জন
২৯) সহ-বিজ্ঞান তথ্য-প্রযুক্তি সম্পা:	০১ জন
৩০) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	০১ জন
৩১) সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	০১ জন
৩২) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩৩) সহ- কৃষি সম্পাদক	০১ জন
৩৪) স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩৫) সহ- স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩৬) গ্রন্থণা ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
৩৭) সহ- গ্রন্থণা ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
৩৮) প্রচার সম্পাদক	০১ জন
৩৯) সহ-প্রচার সম্পাদক	০১ জন
৪০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
৪১) সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
৪২) মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৪৩)সহ-মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৪৪)) সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
৪৫) সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
৪৬) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৪৭) সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক	০১ জন
৪৮) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৪৯) সহ-মহিলা সম্পাদক	০১ জন
৫০) ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	০১ জন
৫১)সহ-ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পা.	০১ জন

৫২) আইন বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৫৩) সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৫৪) বন ও পরিবেশ সম্পাদক	০১ জন	
৫৫)সহ-বন পরিবেশ সম্পাদক	০১ জন	
৫৬) শ্রম বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৫৭) সহ-শ্রম বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৫৮) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৫৯) সহ- ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬০) ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬১) সহক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬২ গণসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬৩) সহ-গণসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬৪) মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬৫) সহ-মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬৬) যুব বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬৭) সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক		০১ জন
৬৮) ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
৬৯) সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	

৩) **সদস্য** ঃ (কেন্দ্রীয়) ২৭ জন

সর্বমোট : ২৫+৬৯+২৭ = ১২১ জন

ধারা-৫ : পরিষদের সার্বিক কার্য পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে।

ধারা-৬ : কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় পরিষদে গৃহীত নীতিমালা, কর্মসূচি ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত করবে।

ধারা-৭ : পরিষদের তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনার দায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে।

ধারা-৮ : কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জেলা কমিটি / শাখা কমিটি অনুমোদন, প্রয়োজনবোধে কোন সদস্য বা শাখা জেলা কমিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা জেলা কমিটি/ অন্যান্য শাখা কমিটি বাতিল করে এডহক কমিটি গঠন করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তা অনুমোদন করিয়ে নেবেন।

ধারা-৯ : কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় পরিষদের সম্মেলনের স্থান, তারিখ, আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করবে।

ধারা-১০ : সাধারণ সম্পাদক বা তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি ন্যুনতম পনের দিনের বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বান করবেন।

ধারা-১১ : তিন দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সভাপতি কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

ধারা-১২ : প্রশ্ন উত্থাপিত হলে, নির্বাচিত সদস্যের এক পঞ্চমাংশের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভার কোরাম হবে। কোরামের অভাবে কোন সভা স্থগিত হলে পরবর্তী সভায় কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা-১৩ : **তলবী সভা:** সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচিত সদস্যের অন্যুন এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদককে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা আহ্বানের লিখিত অনুরোধ জানালে সাধারণ সম্পাদক এই অনুরোধ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে সভা আহ্বান করবেন। অন্যথায়, উক্ত সদস্যগণ যৌথভাবে একুশ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকায় কেন্দ্রীয় কমিটির তলবী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

ধারা-১৪ : যথোপযুক্ত কারণ ব্যাতিরেকে কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সদস্য পর পর

তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে এবং ছয় মাসের চাঁদা বকেয়া থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল করা যেতে পারে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এক মাসের নোটিশ প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরদানে ব্যর্থ হলে বা প্রদর্শিত কারণ কমিটি কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত না হলে সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্তে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। অন্যান্য কমিটির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

ধারা-১৫ : কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়েজনবোধে বিভিন্ন উপকমিটি ও আঞ্চলিক কমিটি গঠন করতে পারবে।

ধারা-১৬ : কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজনবোধে এর সভায় জেলা কমিটির সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোন সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানাতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৯ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ

শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১০ ঃ স্টিয়ারিং কমিটি ঃ গঠন ও কার্যাবলী

পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঢাকা মহানগরে বসবাসকারী কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্য থেকে ১১ থেকে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি পরিষদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং জরুরীভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সাধারণ সম্পাদক প্রয়োজনবোধে সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে স্টিয়ারিং কমিটির তালিকা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্যরা এই কমিটির সদস্য থাকবেন। সাধারণ সম্পাদক স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে যে কাউকে যে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন। কোনো কারনে কেন্দ্রীয় কমিটি অকার্যকর বা বিলুপ্ত হলে সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১১ ঃ বিভাগীয় কমিটি ঃ গঠন ও কার্যাবলী

দেশের প্রতিটি বিভাগের জন্য একটি করে বিভাগীয় কমিটি থাকবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি বিভাগের মর্যাদা দেয়া হবে। বিভাগীয় কমিটি হবে নিম্নরূপঃ

১। আহ্বায়ক	১ জন
২। সদস্য-সচিব	১ জন
৩। সদস্য	সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্তর্গত জেলা কমিটিসমূহের সভাপতি/আহ্বায়ক এবং সদস্য-সচিব/সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।

অনুচ্ছেদ ১১ ঃ জেলা কমিটি: ঃ গঠন ও কার্যাবলী

ধারা-১ : জেলার আওতাধীন থানা/উপজেলা সমূহের সকল সদস্য নিয়ে আহুত জেলা সম্মেলনে তিন বছরের জন্য জেলা কমিটি গঠিত হবে।

ধারা-২ : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং সকল মহানগরী পৃথক জেলার মর্যাদা পাবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে প্রেসিডিয়াম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যে সমস্ত জেলা দুটি সাংগঠনিক জেলায় বিভক্ত, সে সব ক্ষেত্রেও দুটি জেলা কমিটির মর্যাদা পাবে।

ধারা-৩ : জেলা কমিটি সংগঠনের প্রাথমিক শাখা ও থানা/উপজেলা কমিটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে এবং প্রাথমিক শাখার কার্য পরিচালনায় সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে।

ধারা-৪ : জেলা কমিটি কোন প্রাথমিক শাখা বা সদস্য সংগঠনের আদর্শ, লক্ষ্য, ও কর্মসূচির পরিপন্থী কাজ করলে, তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিকে সুপারিশ করবে।

ধারা-৫ : বছরে অন্তত: চারবার জেলা কমিটি সভা করবে।

ধারা-৬ : জাতীয় পরিষদে গৃহীত, কেন্দ্রীয় ও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নে জেলা কমিটি সচেষ্ট থাকবে।

ধারা-৭ : অত্র কমিটির অন্যান্য নিয়মাবলী কেন্দ্রীয় ও কার্যনির্বাহী কমিটির

সকল নিয়মানুসারে পরিচালিত হবে।

ধারা-৮ : জেলা কমিটির সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অবশ্যই প্রতিনিধি থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এই প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। এই প্রতি নিধি জেলা কমিটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবেন।

ধারা-**৯** : নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও সদস্যদের নিয়ে জেলা কমিটি গঠিত হবে।

১) সভাপতি	০১ জন
২-৮) সহ-সভাপতি	০৭ জন
৯) সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
১০-১২) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	০৩ জন
১৩-১৯) সাংগঠনিক সম্পাদক	০৭ জন
২০) অর্থ সম্পাদক	০১ জন
২১) দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
২২) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২৩) বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক	০১ জন
২৪) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	০১ জন
২৫) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২৬) স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২৭) গ্রন্থণা ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
২৮) প্রচার সম্পাদক	০১ জন
২৯) সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
৩০) মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩১) সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ জন
৩২) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩৩) ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	০১ জন
৩৪) আইন বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩৫) বন ও পরিবেশ সম্পাদক	০১ জন
৩৬) শ্রম বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩৭) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩৮) ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৩৯) যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৪০) ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
৪১-৫১) সদস্য (কমপক্ষে):	১১ জন
	মোট : ৫১ জন

এছাড়া প্রতি উপজেলা থেকে দুইজন (সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক) পদাধিকারবলে জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

অনুচ্ছেদ ১২ ঃ থানা / উপজেলা কমিটি ঃ গঠন ও কার্যাবলী

ধারা-১ :থানা/উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়নসমূহের সকল সদস্য নিয়ে আহুত থানা/উপজেলা সম্মেলনে তিন বছরের জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হবে।

ধারা-২ : জেলা কমিটি এই কমিটিকে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবে।

ধারা-৩ : জাতীয় ও বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত, কেন্দ্রীয় ও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটি সচেষ্ট থাকবে।

ধারা-৪ : থানা / উপজেলাধীন এলাকার উপজেলা কমিটির কার্যাবলী জেলা কমিটির কার্যাবলীর অনুরূপ।

ধারা-৫ : নিম্নোক্ত পদসমূহ নিয়ে থানা/উপজেলা কমিটি গঠিত হবে।

১) সভাপতি	০১ জন
২-৬) সহ-সভাপতি	০৫ জন
৭) সাধারণ সম্পাদক	০১ জন

৮-১০) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	০৩ জন	
১১-১৫) সাংগঠনিক সম্পাদক	০৫ জন	
১৬) অর্থ সম্পাদক	০১ জন	
১৭) দপ্তর সম্পাদক	০১ জন	
১৮) প্রচার সম্পাদক		০১ জন
১৯) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
২০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন	
২১) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
২২) গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন	
২৩) পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
২৪) বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক	০১ জন	
২৫) ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পা.	০১ জন	
২৬) ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন	
২৭-৩১) সদস্য (কমপক্ষে)	৫ জন	
	মোট : ৩১ জন	

এছাড়া প্রতি ইউনিয়ন থেকে দুইজন (সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক) পদাধিকারবলে উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

অনুচ্ছেদ ১৩ ঃ ইউনিয়ন কমিটি ঃ গঠন ও কার্যাবলী

ধারা-১ : ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রগতিশীল সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দ যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসীদের সমন্বয়ে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি গঠিত হবে।

ধারা-২ : থানা/উপজেলা কমিটি এই কমিটিকে অনুমোদন দেবে।

ধারা-৩ : জাতীয় ও বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত, কেন্দ্রীয় ও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে জেলা কমিটি সচেষ্ট থাকবে।

ধারা-৪ : অন্যান্য সকল নিয়মকানুন ও কার্যাবলী উপজেলা কমিটির অনুরূপ।

ধারা-৫ : নিম্নোক্ত পদসমূহ নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হবে।

১) সভাপতি	০১ জন
২-৪) সহ-সভাপতি	০৩ জন
৫) সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
৬-৮) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	০৩ জন
৯-১১) সাংগঠনিক সম্পাদক	০৩ জন
১২) অর্থ সম্পাদক	০১ জন
১৩) দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
১৪) প্রচার সম্পাদক	০১ জন
১৫) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৬) সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
১৭) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৮) গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
১৯) পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২০) বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক	০১ জন
২১) ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পা:	০১ জন
২২) ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
২৩-২৭) সদস্য (কমপক্ষে):	০৫ জন
মোট:	২৭ জন

অনুচ্ছেদ ১৪ ঃ ওয়ার্ড বা শাখা কমিটি ঃ গঠন ও কার্যাবলী

ধারা-১ : অত্র কমিটি প্রাথমিক শাখা কমিটি হিসেবে বিবেচিত হবে। ওয়ার্ড পর্যায়ের প্রগতিশীল সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দ যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী তাদের সমন্বয়ে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি গঠিত হবে।

ধারা-২ : যে কোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদিতে এই শাখা কমিটি গঠন করা যাবে।

ধারা-৩ : ইউনিয়ন কমিটি এই কমিটিকে অনুমোদনের জন্য পর্যায়ক্রমে উপজেলা ও জেলা কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সুপারিশের জন্য প্রেরন করবে।

ধারা-৪ : জাতীয় পরিষদে গৃহীত কেন্দ্রীয় ও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে জেলা কমিটি সচেষ্ট থাকবে।

ধারা-৫ : অন্যান্য সকল নিয়মকানুন ও কার্যাবলী ইউনিয়ন কমিটির অনুরূপ হবে।

ধারা-৬ : নিম্নোক্ত পদসমূহ নিয়ে ওয়ার্ড / শাখা কমিটি গঠিত হবে।

১) সভাপতি	০১ জন
২) সহ-সভাপতি	০১ জন
৩) সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
৫) সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ জন
৬) অর্থ সম্পাদক	০১ জন
৭) দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
৮) প্রচার সম্পাদক	০১ জন
৯) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১০) সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ জন
১১) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১২-১৫) সদস্য (কমপক্ষে):	০৪ জন
মোট:	১৫ জন

অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

ধারা-১ : সভাপতি

ক) কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কেন্দ্রীয় কমিটি/কার্যনির্বাহী কমিটি/ স্টিয়ারিং কমিটি/জাতীয় পরিষদে সভাপতিত্ব করবেন।

খ) জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি স্ব স্ব কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

গ) সাধারণভাবে সভাপতি ভোটদান করবেন না। তবে সংখ্যাসাম্যের ক্ষেত্রে অচল অবস্থা নিরসনে তিনি কাস্টিং ভোট দিবেন।

ঘ) সভাপতি সংগঠনের গঠনতন্ত্রের প্রতিটি ধারার ব্যাখ্যা ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

ঙ) তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে পরিষদের পক্ষে কোন বিবৃতি প্রদান করবেন, কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সমমনা সংগঠনের সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন করবেন ও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ফোরামে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

চ) সভাপতির সাময়িক অবর্তমানে সভাপতি সভাপতিমণ্ডলীর যে কোন সদস্য / সহ-সভাপতিকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

ছ) সভাপতি দীর্ঘস্থায়ী (কমপক্ষে ১২ মাস) অবর্তমানে সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন একজনকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

জ) সংগঠনের যে কোন শাখায়/ সদস্যদের মধ্যে কোন জটিলতা দেখা দিলে অথবা অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে, সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলাপ সাপেক্ষে তাৎক্ষনিকভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ধারা-২ : সাধারণ সম্পাদক

ক) সাধারণ সম্পাদক পরিষদের নির্বাহী প্রধান হিসেবে সকল সম্পাদকের কাজ নিশ্চিত করবেন।

খ) তিনি সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভা আহ্বান করবেন ও অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তার দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদকের সাময়িক অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক যে কোন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদককে দায়িত্ব দিতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদকের দীর্ঘস্থায়ী (কমপক্ষে ১২ মাস) অনুপস্থিতিতে সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন।

ঘ) তিনি পরিষদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিচালনা করবেন।

ঙ) তিনি সকল সভায় পরিষদের কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন।

চ) তিনি সভাপতির সাথে যৌথভাবে সংগঠনের পক্ষে বিবৃতি দেবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সহযোগী সংগঠনের সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন করবেন ও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ফোরামে পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ছ) তিনি জেলা ও থানা কমিটিসমূহ প্রাথমিকভাবে অনুমোদন দেবেন ও পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে তা অনুমোদন করিয়ে নেবেন।

জ) জরুরী প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক সভাপতি মহোদয়ের পরামর্শক্রমে যে কোনো সময় যে কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারবেন।

ঝ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ধারা-৩ : যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

ক) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকগণ সকল কাজে সাধারণ সম্পাদককে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৪ : অর্থ সম্পাদক

ক) অর্থ সম্পাদক পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

খ) পরিষদের যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত থাকবে।

গ) সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে তিনি ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

ঘ) তিনি সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য বাৎসরিক হিসাব পেশ করবেন।

ঙ) তিনি পরিষদের তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

ধারা-৫ : সম্পাদকম-লী

ক) বিভাগীয় সম্পাদকগণ তাদের স্ব স্ব বিভাগীয় সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন এবং কমিটির সভায় আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন।

খ) সম্পাদকগণ স্ব স্ব বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট বর্তমান ও অতীতের সামাজিক অবস্থার উপর আলোচনার আয়োজন করতে পারবেন। যেমন : সেমিনার, কর্মশালা, গোল টেবিল বৈঠক ইত্যাদি। উল্লেখ্য, সম্পদকবৃন্দ সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ধারা-৬ : সদস্যবন্দ

সদস্যবৃন্দ কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করবেন। বিভাগীয় কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে বিভাগীয় সম্পাদকের নেতৃত্বে সদস্যগণকে নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হবে। এসব কমিটির সদস্যগণ তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন। সকল সভায় উপস্থিত থেকে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন।

অনুচ্ছেদ ১৬ ঃ অর্থ তহবিল:

ধারা-১ : পরিষদের সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তি ও সদস্যপদ নবায়ন চাঁদা, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদান ইত্যাদি নিয়ে পরিষদের অর্থ তহবিল গঠিত হবে

ধারা-২ : বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী, সামাজিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,

ইত্যাদির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দিয়েও এই তহবিল গঠিত হতে পারে।

ধারা-৩ : পরিষদের বিভিন্ন কমিটির যাবতীয় অর্থ সভাপতি. সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের যৌথ নামে যে কোন তফসিলী ব্যাংকে গচ্ছিত থাকবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের মধ্য থেকে যে কোন দু'জনের যৌথ স্বাক্ষরে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

ধারা-৪ : নৈমিত্তিক কার্য পরিচালনার জন্য সাধারণ সম্পাদকের কাছে অনুর্ধ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ অর্থ রাখা যাবে।

ধারা-৫ : **স্থায়ী আমানত গঠন ঃ** পরিষদ যাতে ভবিষ্যতে কখনো আর্থিক সংকটে না পড়ে সেজন্য একটি স্থায়ী আমানত গঠন করা হবে। এই টাকা দিয়ে ডাকঘর সঞ্চয়পত্র ক্রয় কিংবা কোনো তফসিলি ব্যাংকে মেয়াদী ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখা হবে। এই আমানতের মূল টাকা কখনোই উত্তোলন করা যাবেনা। শুধুমাত্র এর লভ্যাংশ দিয়ে পরিষদের দৈনন্দিন কিংবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। এই হিসাব সভাপতি অবশ্যই এবং সাধারণ সম্পাদক কিংবা অর্থ সম্পাদকের মধ্য থেকে যে কোনো একজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। এ জন্যে একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব খোলা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৭ ঃ নির্বাচন

ধারা-১ : পরিষদের যাবতীয় নির্বাচন গণতান্ত্রিক বিধি মোতাবেক অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-২ : কেন্দ্রীয় কমিটি মধ্য থেকে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং দু'জন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেয়া হবে।

ধারা-৩ : নির্বাচনের যাবতীয় কার্যক্রম এই তিন জনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে এবং এ লক্ষ্যে তারা নির্বাচনী তফসিল ঘোষণাসহ প্রয়োজনে বিভিন্ন নির্বাচনী বিধিও তৈরি করতে পারবেন।

ধারা-৪ : প্রতিটি জেলা ও উপজেলার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলর হিসেবে গণ্য হবেন। শুধুমাত্র কাউন্সিলরগণ ভোট দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করবেন।

ধারা-৫ : প্রতিটি কমিটির কার্যকাল হবে তিন বছর।

অনুচ্ছেদ ১৮ ঃ বহিষ্কার

ধারা-১ : পরিষদের কোন সদস্য এর আদর্শ, উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও সুনামের পরিপন্থী কোন কাজ করলে বা পেশাগত অসদাচরণের কারণে কোন আদালত থেকে সাজাপ্রাপ্ত হলে তার সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশে কার্যনির্বাহী কমিটি তাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার বা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্যকে এক মাসের মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। এ সকল সিদ্ধান্ত পরবর্তী জাতীয় পরিষদে চূড়ান্ত করতে হবে।

ধারা-২ : পরিষদের যে কোনো পর্যায়ের সদস্য বা কোনো কমিটির বিরুদ্ধে কোনো অসদাচারণের বা সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এলে সাধারণ সম্পাদক সভাপতি মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে তার সদস্যপদ কিংবা কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করতে পারবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরবর্তীতে তদন্তের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৯ ঃ পদত্যাগ

ধারা-১ : কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্য যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সাধারণ সম্পাদক বরাবরে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক যথাশীঘ্র সম্ভব কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আয়োজন করে তার পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ধারা-২ : সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে উপদেষ্টা পরিষদ বরাবরে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারবেন। উপদেষ্টা পরিষদ তার পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ২০ ঃ ব্যাখ্যা ও সংশোধনী

ধারা-১ : গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ, ধারা, বাক্য, বাক্যাংশ, বা শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতদ্বৈততা দেখা দিলে জাতীয় পরিষদে গৃহীত সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-২ : গঠনতন্ত্রের কোন কিছু সংশোধন করতে হলে তা জাতীয় পরিষদে উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন নিয়ে করতে হবে।

ধারা-৩ : পরিষদের যে কোন সদস্য এই গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব দিতে পারবেন। তবে তা অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত হতে হবে এবং জাতীয় পরিষদের সম্মেলনের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে সাধারণ সম্পাদকের কাছে পৌঁছাতে হবে।

ধারা-৪ : গঠনতন্ত্রের যে কোনো পরিবর্তন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-৫ : গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত হয়নি এরূপ বিষয় প্রচলিত প্রথা বা কনভেনশন অনুযায়ী কিংবা কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ ২১ ঃ অডিট

পরিষদের সকল হিসাব নিকাশ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়োগকৃত স্থানীয় কর্মকর্তা বা অনুমোদিত যে কোনো নিবন্ধীকৃত হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। এই ধরনের হিসাব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত যে কোনো কর্মকর্তা যে কোনো সময়ে হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ২২ ঃ সরকারি বিধি

গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন, অত্র পরিষদ ১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এছাড়া পরিষদ পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা, অভিযোগ, সমস্যার সৃষ্টি হলে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ২৩ ঃ পরিষদের বিলুপ্তি

যদি কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে পরিষদের মোট সদস্যের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সদস্য পরিষদের বিলুপ্তি চান, তবে যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ

সদস্যপদের জন্য আবেদন

২ কপি ছবি

সাধারণ সম্পাদক,
বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ
----------কমিটি

তারিখ: ----------

জনাব

আমি বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ-এর গঠনতন্ত্রের ২ নং অনুচ্ছেদের ২ নং ধারায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাসপূর্বক নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করে এই সংগঠনের সদস্যপদের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমি সকল সময়ে পরিষদের গঠনতন্ত্র, নিয়মাবলী, কর্মসূচি ও সকল সিদ্ধান্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। নিম্নে আমার ব্যাক্তিগত তথ্যবলী প্রদান করা হলো:

নাম: ----------
পিতা/স্বামীর নাম: ----------
মাতার নাম: ----------
পেশা: ---------- বয়স: ---------- ফোন/মোবাইল নং ----------
বর্তমান ঠিকানা: ----------
স্থায়ী ঠিকানা: ----------

আপনার বিশ্বস্ত

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

সদস্যপদের স্বীকৃতি / অস্বীকৃতি

জনাব ----------
ঠিকানা: ----------

আপনার ----------তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনাকে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ' এর ----------শাখার সদস্যপদ প্রদান করা হলো।

সভাপতি
বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ
----------কমিটি

সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ
----------কমিটি